৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হওয়া শিশুটি ফিরল মায়ের কোলে, তবে রাখতে চান না সেই মা

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 14 November 2026, 09:59 PM | বিভাগ: সারাদেশ



অভাব, অসুস্থতা ও স্বামীর অবহেলার কারণে মাত্র ৩০ হাজার টাকায় ১৫ মাস বয়সী ছেলেকে বিক্রি করেছেন বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের এক মা। আলামিন নামের ওই শিশুকে কিনেছিল মোংলার এক নিঃসন্তান দম্পতি। বিষয়টি জানাজানি হলে দুই উপজেলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মোরেলগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হস্তক্ষেপে শিশু আলামিনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই দম্পতি এর আগেও টাকার বিনিময়ে আরেকটি মেয়ে শিশুকে নিয়েছেন।

শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে মোরেলগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাবিবুল্লাহর বাসভবনে শিশু আলামিনের মা অনিকা আক্তার ও শিশুটিকে কেনা দম্পতিকে হাজির করা হয়। আপাতত আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে শিশুটিকে মায়ের জিম্মায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

এর আগে গত বুধবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মোরেলগঞ্জ উপজেলার বারইখালী গ্রামে ওই শিশুকে

বকি্রি করা হয়।

শশিুটরি মা অনকিা আক্তার (১৮) বারইখালী গ্রামরে পলাশ শখেরে ময়েে। প্রায় দুই বছর আগে চট্টগ্রামে হাসান চৌধুরী নামরে এক যুবকরে সঙ্গে তার বয়িে হয়। তাদরে সংসারে জন্ম নয়ে ছলেে আলামনি। বর্তমানে শশিুটরি বয়স এক বছর তনি মাস। বয়িরে পর থকেে স্বামী তার ও সন্তানরে যথাযথ খোঁজ-খবর রাখতনে না বলে অভযিোগ অনকিার। একপর্যায়ে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ বচ্ছিন্নি হয়ে গলেে শশিু সন্তানকে নয়িে বাবার বাড়তিে ফরিে আসনে অনকিা।

কন্তিু সখোনওে স্বস্তি মলেনেি অসুস্থতা, সন্তানরে খাবার ও চকিৎিসার খরচ এবং বাবার পরবিাররে আর্থকি অসচ্ছলতা মলিয়িে চরম সংকটে পড়নে অনকিা। একপর্যায়ে সন্তানকে লালন-পালনরে সামর্থ্য না থাকার কথা জানয়িে তাকে অন্যরে হাতে তুলে দওেয়ার সদ্ধিান্ত ননে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গছে, বুধবার বকিলেে প্রতবিশেী নাছরি শকিদাররে স্ত্রী এবং অনকিার বাবা পলাশ শখেরে সহযোগতিায় শশিুটকিে মোংলায় নয়িে যাওয়া হয়। পরে মোংলা পৌরসভার বাতনে সড়ক এলাকার লৌহজাত পণ্যরে ব্যবসায়ী শহদিুলরে স্ত্রী নুরজাহান বগেমরে কাছে ৩০ হাজার টাকার বনিমিয়ে শশিুটকিে হস্তান্তর করা হয়।

নুরজাহান বগেম ও তার স্বামী নঃিসন্তান। তারা এর আগওে টাকার বনিমিয়ে একটি ময়েশেশিুকে নয়িে নজিদেরে কাছে রখেছেনে এবং লালন-পালন করছনে। এবার পুত্র সন্তান লালন-পালনরে ইচ্ছায় আলামনিকে নওেয়ার সদ্ধিান্ত ননে তারা। তবে, এভাবে অর্থরে বনিমিয়ে শশিুকে অন্যরে হাতে তুলে দওেয়ার বষিয়টি জানাজানি হলে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

অনকিা আক্তার বলছেনে, “আমি জটলি রোগে আক্রান্ত। নজিরে চকিৎিসার খরচই চালাতে পারি না, ছলেকেে কী খাওয়াব? তার চকিৎিসা কীভাবে করাব, সইে সামর্থ্যও আমার নইে। তাই, বাধ্য হয়ে ৩০ হাজার টাকায় ছলেকেে অন্যরে হাতে তুলে দয়িছেি। আমি ছলেকেে রাখতে চাই না। সে যখোনে ভালো থাকবে, সখোনইে থাকুক।

শশিুটরি নানা পলাশ শখে বলনে, তার বয়স হয়ছে, তনিওি বভিন্নি রোগে আক্রান্ত। নজিরে চকিৎিসার খরচ জোগাড় করতইে হমিশমি খতেে হয়। এমন পরস্থিতিতিে ময়েে ও নাতরি ভরণপোষণরে দায়ত্বি নওেয়া তার পক্ষে কঠনি হয়ে পড়ছে।

আলামনিকে বকি্ররি বষিয়টি জানাজানি হলে শশিুটরি নরিাপত্তা ও ভবষি্যৎ নয়িে উদ্বগে তরৈি হয়। বষিয়টি উপজলো প্রশাসনরে নজরে এলে ইউএনও উভয় পক্ষকে ডকেে পাঠান। শুক্রবার তাদরে উপস্থতিতিে শশিুটকিে তার মায়রে কাছে ফরিয়িে দওেয়া হয়।

মোরলেগঞ্জ উপজলোর নর্িবাহী কর্মকর্তা মো. হাববিুল্লাহ বলছেনে, “শশিু আলামনিকে উদ্ধার করা হয়ছে। আইনগতভাবে এভাবে কোনো শশিুকে বকি্রি করার সুযোগ নইে। আপাতত আর্থকি সহযোগতিা দয়িে শশিুটকিে তার মায়রে জম্মিায় দওেয়া হব। পরবর্তী সময়ে আইনগত প্রক্রয়িায় যারা শশিুটরি দায়ত্বি নতিে চান, তাদরে আবদেন যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নওেয়া হব।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।